অধিবেশন ৫

আমাদের সমাজে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা

উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

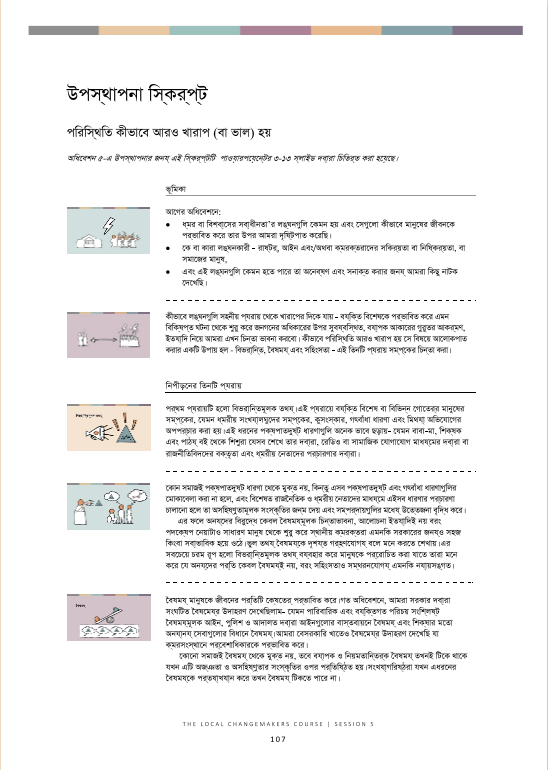

উপস্থাপনা স্কিরপ্ট

পরিস্থিতি কীভাবে আরও খারাপ (বা ভাল) হয়

অধিবেশন ৫–এ উপস্থাপনার জন্য এই স্কিরপ্টটি পাওয়ারপয়েন্টের ৩-১৩ স্লাইড দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

ভূমিকা

আগের অধিবেশনে:

- ঘৃণার বা বিশ্বাসের সহাবস্থানরা'র লঙ্ঘনগুলি কেমন হয় এবং সেগুলো কীভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তার উপর আমরা দৃষ্টিপাত করেছি।
- কে বা কারা লঙ্ঘনকারী - রাষ্ট্রটর, আইন এবং/অথবা কমপাকতরাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, বা সমাজের মানুষ,
- এবং এই লঙ্ঘনগুলি কেমন হতে পারে তা আলোচনা এবং সনাক্ত করার জন্য আমরা কিছু নাটক দেখেছি।

কীভাবে লঙ্ঘনগুলি সহনীয় পর্যায় থেকে খারাপের দিকে যায়- ব্যক্তিত্ব বিশেষকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্নপ্রত ঘটনা থেকে শুরু করে জনগণের অধিকারের উপর সুব্যবস্থিপথে, বন্যপক আক্রমের গুরুতর আক্রমণ, ইতযাদি নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করবো। কীভাবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় সে বিষয়ে আলোচনাত করার একটি উপায় হল - বিভাজিত, বৈষম্য এবং সহিষ্ণুতা - এই তিনটি পর্যায় সম্পর্কের চিন্তা করা।

নিপীড়নের তিনটি পর্যায়

প্রথম পর্যায়টি হলো বিভাজিতমূলক প্রথম।এই পর্যায়ে ব্যক্তির বিশেষ বা বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সম্পর্কের, যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কের, কুসংস্কার, গর্ববাধা ধারণা এবং মিথ্যা অভিযোগের অপপ্রচার করা হয়।এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট ধারণাগুলি অনেক ভাবে ছড়ায়- যেমন বাবা-মা, শিক্ষক এবং পাঠ্য বই থেকে শিশুরা যেসব শেখে তার দ্বারা, রেডিও বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা বা রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা এবং ধর্মীয় নেতাদের পরচালার দ্বারা।

কোন সমাজই পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা থেকে মুক্তত নয়, কিন্তু এসব পক্ষপাতদুষ্ট এবং গর্ববাধা ধারণাগুলির মোকাবেলা করা না হলে, এবং বিশেষত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে এইসব ধারণার পরচারণা চালানো হলে তা অসহিষ্ণুতামূলক সংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং সম্পর্কগুলির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

এর ফলে জনগণের বিভুলেন কেবল বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনা, আলোচনা ইতযাদিই নয় বরং পলকেষণ চেয়ারটিও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সম্পর্কীয় কমপলকতরা এমনকি সরকারের জন্যও সহজ কিংবা সবাভাবিক হয়ে ওঠে।ভুল তথ্য/বৈষম্যকে দৃশ্যত গরহণযোগ্য বলে মনে করতে শেখায়।এর সবচেয়ে চরম দৃশ্য হলো বিভাজিতমূলক তথ্য ব্যবহার করে মানুষকে পরচোদিত করা যাতে তারা মনে করে যে জনগণের পরতি কেবল বৈষম্যই না, বরং সহিংসতাও সমর্থনযোগ্য এমনকি নযায়সঙ্গত।

বৈষম্য মানুষকে জীবনের পরিটি ক্ষেত্রের প্রভাবিত করে।গত অধিবেশনে, আমরা সরকার দ্বারা সংঘটিত বৈষম্যের উদাহরণ দেখেছিলাম- যেমন পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পরিচয় সংশিলষ্ট বৈষম্যমূলক আইন, পুলিশ ও আদালত দ্বারা আইনগুলোর বাস্তবায়নে বৈষম্য এবং শিক্ষার মতো জনগণ্য সেবাগুলোর বিধানে বৈষম্য।আমরা বেসরকারি খাতেও বৈষম্যের উদাহরণ দেখেছি যা কর্মসংস্থানে পদ্ধপোশিবাবাকে প্রভাবিত করে।

কোনো সমাজই বৈষম্য থেকে মুক্তত নয়, তবে বযাপক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈষম্য তখনই টিকে থাকে যখন এটি অল্পজ্ঞরা ও অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতির দ্বপর পরতিষ্ঠিত হয়।সংখ্যাগরিষ্ঠরা যখন এধরনের বৈষম্যকে পরতযাখ্যান করে তখন বৈষম্য টিকতে পারে না।

THE LOCAL CHANGEMAKERS COURSE | SESSION 5

107

THE LOCAL
CHANGEMAKERS
COURSE

উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

পরিস্থিতি কীভাবে আরও খারাপ (বা ভাল) হয়

অধিবেশন ৫-এ উপস্থাপনার জন্য এই স্ক্রিপ্টটি পাওয়ারপয়েন্টের ৩-১৩ স্লাইড দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

ভূমিকা

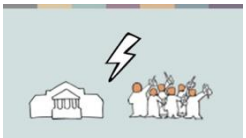

আগের অধিবেশনে:

- ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা'র লঙ্ঘনগুলি কেমন হয় এবং সেগুলো কীভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তার উপর আমরা দৃষ্টিপাত করেছি।
- কে বা কারা লঙ্ঘনকারী - রাষ্ট্র, আইন এবং/অথবা কর্মকর্তাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, বা সমাজের মানুষ,
- এবং এই লঙ্ঘনগুলি কেমন হতে পারে তা অন্বেষণ এবং সনাক্ত করার জন্য আমরা কিছু নাটক দেখেছি।

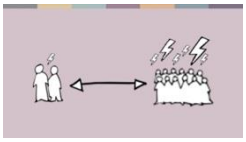

কীভাবে লঙ্ঘনগুলি সহনীয় পর্যায় থেকে খারাপের দিকে যায় - ব্যক্তি বিশেষকে প্রভাবিত করে এমন বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে শুরু করে জনগনের অধিকারের উপর সুব্যবস্থিত, ব্যাপক আকারের গুরুতর আক্রমণ, ইত্যাদি নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করবো। কীভাবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করার একটি উপায় হল - বিভ্রান্তি, বৈষম্য এবং সহিংসতা - এই তিনটি পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করা।

নিপীড়নের তিনটি পর্যায়

প্রথম পর্যায়টি হলো বিভ্রান্তিমূলক তথ্য।এই পর্যায়ে ব্যক্তি বিশেষ বা বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সম্পর্কে, যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে, কুসংস্কার, গৎবাঁধা ধারণা এবং মিথ্যা অভিযোগের অপপ্রচার করা হয়।এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট ধারণাগুলি অনেক ভাবে ছড়ায়- যেমন বাবা-মা, শিক্ষক এবং পাঠ্য বই থেকে শিশুরা যেসব শেখে তার দ্বারা, রেডিও বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা বা রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রচারণার দ্বারা।

কোন সমাজই পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু এসব পক্ষপাতদুষ্ট এবং গৎবাঁধা ধারণাগুলির মোকাবেলা করা না হলে, এবং বিশেষত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে এইসব ধারণার প্রচারণা চালানো হলে তা অসহিষ্ণুতামূলক সংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

এর ফলে অন্যদের বিরুদ্ধে কেবল বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনা, আলোচনা ইত্যাদিই নয় বরং পদক্ষেপ নেয়াটাও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় কর্মকর্তা এমনকি সরকারের জন্যও সহজ কিংবা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।ভুল তথ্য বৈষম্যকে দৃশ্যত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে শেখায়।এর সবচেয়ে চরম রূপ হলো বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ব্যবহার করে মানুষকে প্ররোচিত করা যাতে তারা মনে করে যে অন্যদের প্রতি কেবল বৈষম্যই নয়, বরং সহিংসতাও সমর্থনযোগ্য এমনকি ন্যায়সঙ্গত।

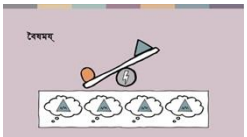

বৈষম্য মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে।গত অধিবেশনে, আমরা সরকার দ্বারা সংঘটিত বৈষম্যের উদাহরণ দেখেছিলাম- যেমন পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পরিচয় সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক আইন, পুলিশ ও আদালত দ্বারা আইনগুলোর বাস্তবায়নে বৈষম্য এবং শিক্ষার মতো অন্যান্য সেবাগুলোর বিধানে বৈষম্য।আমরা বেসরকারি খাতেও বৈষম্যের উদাহরণ দেখেছি যা কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকারকে প্রভাবিত করে।

কোনো সমাজই বৈষম্য থেকে মুক্ত নয়, তবে ব্যাপক ও নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য তখনই টিকে থাকে যখন এটি অজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।সংখ্যাগরিষ্ঠরা যখন এধরনের বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করে তখন বৈষম্য টিকতে পারে না।

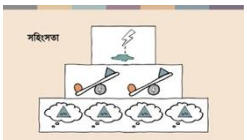

অপরদিকে, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য যেমন বৈষম্যের ভিত্তি তৈরি করে, তেমনি বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও বৈষম্য একসাথে হলে তা সহিংসতার ভিত্তি তৈরি করে।সমাজে সহিংসতার অনেক রূপ থাকতে পারে - ভাঙচুর থেকে হয়রানি, হুমকি থেকে শারীরিক নির্যাতন।অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় নির্বিচারে কারাবাস, নির্যাতন এবং জেন্ডার বা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা।

মাত্রা, সংঘটনের হার এবং প্রভাব

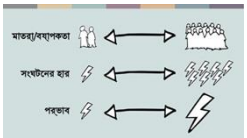

বিভ্রান্তি, বৈষম্য এবং সহিংসতা, এই তিন ধরনের সমস্যাই মাত্রা, সংঘটনের হার, এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হতে পারে।কোন একটি লঙ্ঘন কিছু ব্যক্তি থেকে শুরু করে বিশাল গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করতে পারে। লঙ্ঘন বিক্ষিপ্ত, নিয়মিত বা নিয়মতান্ত্রিক হতে পারে - যার অর্থ এটি গঠনতন্ত্র এবং সামাজিক কাঠামোর সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপর এর প্রভাব সীমিত বা বিধ্বংসীও হতে পারে।

বিভিন্ন দেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা যতো বেশি হয়, বৈষম্যও ততো বেশি ব্যাপক এবং গুরুতর হয়ে ওঠে।এবং এই দুই-এর ব্যাপকতার সাথে একই তালে সহিংসতার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বা এর আশঙ্কা বাড়ে।এদের একটি অন্যটিকে উসকে দেয়।এগুলো হতাশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে, কিন্তু কীভাবে অবস্থা আরও খারাপ হয় তা বুঝতে পারলে অবস্থার উন্নতি কীভাবে করা যাবে সেটা বুঝতে পারাটা সহজ হবে।

উপসংহার

সবকিছুর সূচনা হয় আমাদের চিন্তাধারা, কথা বলা এবং একে অন্যের প্রতি আচরণের ধরন দিয়ে।সুতরাং এখানে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার সুযোগ আছে – যেমন, আমাদের পরিবারে এবং ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে। সামাজিক পর্যায়েও এ সম্পর্কে কিছু করতে পারাটা অসম্ভব কিছু নয় - যেমন এক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় বা বিশ্বাসকেন্দ্রিক সমাজ, বিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবশ্য, এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়।মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং বৈষম্যমূলক দাপ্তরিক ব্যবস্থাসমূহ (অফিসিয়াল সিস্টেমস) পরিবর্তন করতে হবে - অন্যায্য আইন থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষক, পুলিশ বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের আচরণ - অনেক কিছুই বদলাতে হবে।

এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভব করার জন্য আমাদের প্রয়োজন সংখ্যালঘুদের যারা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং অধিকার আদায়ের জন্য প্রস্তুত, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সেইসব মানুষদেরকে যারা সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত।আমাদের আরও প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের যারা মানবাধিকারকে সম্মান করা, সুরক্ষা দেয়া এবং এর প্রচার ও সমুন্নত করার প্রতি নিজেদের দায়িত্বটা বোঝেন।

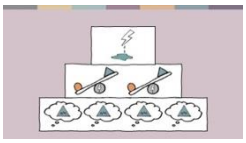

এই ধরনের প্রচেষ্টাকে বাস্তবে পরিণত করা একটি ধীর এবং কঠিন প্রক্রিয়া।কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় যখন আমরা আমাদের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করি এবং সমস্যাগুলি কী তা চিহ্নিত করি।বিভ্রান্তি – বৈষম্য – সহিংসতা শীর্ষক তিন-পর্যায়ের এই নমুনাটি ব্যবহার করলে সম্পূর্ণ কাজটি আমাদের জন্য সহজ হবে।

স্বীকারোক্তি
এই স্ক্রিপ্টটি জোহান ক্যানডেলিনের তৈরি 'থ্রি ফেজ অব নিপীড়ন' মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।